পর্বঃ১৫

পল্লবীর স্বামী শুভংকরের কয়েকটা টেষ্ট দেওয়ায় বাসায় ফিরতে তাদের রাত প্রায় সাড়ে এগারটা লেগে যায়।একটা অনুসন্ধিৎসু চিন্তা পল্লবীকে বারবার ভাবিয়ে তুলছে।একটা অপরিচিত মুখ।মুখ অবয়বে কমলাক্ষদার ছবিটি ভেসে উঠে কেন?কে এই আগুন্তুক?ভাবতে ভাবতে পল্লবী ঘুমাতে চেষ্টা করে।কিন্তু ঘুমাতে পারছে না।মাঝে মাঝে স্বামী সন্তানের চিন্তা তাকে এত চঞ্চল করে যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না।মাস শেষে চালের দোকানের বাকী,ভূষিমালের দোকানের বাকী,ঔষধের দোকানের বাকী।শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ভৎসনা পল্লবীর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে।আগামীকাল স্বামী শুভংকরের ডাক্তারী রিপোর্ট আনতে নারায়নগঞ্জের মডোলিন প্যাথলজিতে যেতে হবে।এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাতদেড়টা বেজে গেলো।মোবাইল ফোনটা সার্জ থেকে খুলে যখন পল্লবী ঘুমাতে যাবে,তখন মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।একটা অচেনা নম্বার দেখে সে হতবাক হয়ে যায়।এতরাতে রং নাম্বার আসার কারন কি?কে এতরাতে কল করেছে।অগত্যা পল্লবী নাম্বারটি আননোন নাম্বর লিখে সেইভ করে।কলটি আরো দু'বার আসে।পল্লবী কল রিসিভ না করে মোবাইল সাইলেন্ট করে ঘুমিয়ে পরে।